মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

চট্টগ্রামে অঁদ্রে মাল্‌রো

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার

চট্টগ্রামে আঁদ্রে মাল্‌রো

চট্টগ্রামে অঁদ্রে মাল্‌রো

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার
২০০২

চট্টগ্রামে অঁদ্রে মাল্‌রো

অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ড. সরদার আব্দুস সাত্তার কর্তৃক ৬০/২ উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত ও গণমুদ্রণ লিঃ, মির্জানগর, সাভার থেকে মুদ্রিত।

© অঁদ্রে মাল্‌রো ইনস্টিটিউট অব কালচার

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০২

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র
ডলার : ২ ইউরো : ৩

CHOTTOGRAME ANDRÉ MALRAUX [A. M. IN CHITTAGONG]
Published by Dr. Sardar Abdus Sattar on behalf of the André Malraux Institute of Culture, 60/2 North Dhanmondi, Kolabagan, Dhaka-1205, Bangladesh.

Price : Taka 50.00 only
US$: 2 Euro : 3

উৎসর্গ

মরহুমা আলহাজ্ব মোস্তফা খানুম কোরেশী
আমার মাকে –
যিনি শত কাজের মধ্যেও নিজে পড়তে
এবং অন্যদেরকে পড়ে শোনাতে
ভালোবাসতেন

চট্টগ্রামে অঁদ্রে মালরো

© অঁদ্রে মালরো ইনস্টিটিউট অব কালচার

CHITTOGRAME ANDRÉ MALRAUX [A. M. IN CHITTAGONG]
Published by Dr. Sardar Abdus Sattar on behalf of the André Malraux Institute of Culture, 80/2 North Dhanmondi, Kolabagan, Dhaka-1205, Bangladesh.

Price: Taka 80.00 only
US$: 2

চট্টগ্রামে অঁদ্রে মাল্‌রো

প্রবাদসিদ্ধ রোমক সেনাপতির মতো তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। অবশ্য এ জয় শুধু তাঁর জয় নয়, বিজিতরাও এখানে বিজয়ী হয়েছে তাঁর উপন্যাসের নায়কদের ন্যায়–ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের মধ্যে দীর্ঘ নয় মাস যারা গড়ে তুলেছিল নিরস্ত্র প্রতিরোধ, যারা 'খালি হাতে', 'ইউনিফর্ম বিহীন' হয়েও যুদ্ধ করে গিয়েছিল সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে–তাদেরকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন, জানিয়েছেন অন্তরের কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা।

গ্রীক-রোমক সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগকে মানুষের বাসযোগ্য দেখতে চেয়েছিলেন অঁদ্রে মাল্‌রো। সাহিত্য ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ক্লাসিসিজম ও এসথেটিসিজম–ধ্রুপদী এবং নন্দনতাত্ত্বিক প্রবণতা সত্ত্বেও নিজেকে কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেননি তিনি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, হাতিয়ার হাতে নিয়ে, পুরুষোচিত সৌভ্রাতৃত্বে অভিষিক্ত হয়ে বেঁচে থাকার নতুন তাৎপর্য আবিষ্কারে তিনি ছিলেন আজীবন তৎপর।

ন্যায়বিচারের প্রবক্তা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকরূপে সারা বিশ্বে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। কাম্‌পুচিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম, চীন, স্পেন ও ফ্রান্সের জনসাধারণের কাছে তিনি বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সংকটময় মুহূর্তে মাল্‌রোর সমর্থন তাঁকে চিহ্নিত করেছে আমাদের পরমপ্রিয় বন্ধুরূপে।

১৯৭১ সালের ১৮ই অক্টোবর। সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে এক ঝড় বয়ে গেল সেদিন। কেননা, সেদিনই প্রকাশিত হলো এক অত্যাশ্চর্য সংবাদ : 'মাল্‌রো বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক' (এ সম্পর্কে অধিকতর তথ্যের জন্য বর্তমান লেখকের 'অঁদ্রে মাল্‌রো ও বাংলাদেশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা ২২.০৪.১৯৭৩)। সত্তর বছরের বিশ্বনন্দিত বুদ্ধিজীবী–জেনারেল দ্য গোল, জবাহরলাল নেহেরু, জন এফ্ ও জাক্‌লীন কেনেডি, চু ও মাও, লেওপোল্দ সেদার সঁঘর, অঁদ্রে জীদ্, স্যাঁ জন পের্স, ট্রটস্কী, এরেনবুর্গ, পিকাসো, শাগাল প্রমুখের–শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু যে ব্যক্তি, ফরাশি দেশের এক দশকের সংস্কৃতি মন্ত্রী, ফরাশি একাডেমীর 'মৃত্যুঞ্জয়ী' সদস্যপদ কিংবা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্বেচ্ছায় পরিহার করে চলেন যে ব্যক্তিত্ব,

সেই মাল্‌রো আসবেন কাদামাটি-নদীনালার বাংলাদেশে ট্যাঙ্ক সারথি হয়ে? এবার তথাকথিত বিশ্ববিবেক নড়ে চড়ে উঠলো, যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও হলেন আরো আগ্রাসী। আমরা, বুদ্ধিজীবীরা, নিজেদের অথর্বতাকে ধিক্কার দিয়ে চায়ের কাপে তুললাম ঝড় ।

আরব বিশ্বে বাংলাদেশের প্রচার কার্য চালানোর জন্য দু-সদস্যের প্রতিনিধি দলের অন্যতম হিসেবে আমি তখন বৈরুতে। ঝুঁকিপূর্ণ এই মিশনে আমরা অর্জন করে চলেছি সামান্য সাফল্য। লেবাননের কয়েকজন প্রাক্তন ও ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী, প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা ও পত্রিকা সম্পাদক প্রচুর সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন যদিও পাক দূতাবাসের বাঙালি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্য সচিব ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পদস্থ-বাঙালি-কর্মকর্তাবৃন্দ আর্থিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও 'ডিফেক্ট' করতে অর্থাৎ আমাদের পক্ষাবলম্বনে রাজী হলেন না। (অবশ্য তা করলেন ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ! এবং পরবর্তী কালে এই 'স্বার্থত্যাগে'র জন্য অনেক উচ্চতর পদও বাগালেন)। আরবদের জন্য 'বাংলাদেশের নির্যাতিত মানবতা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করি আমি। কিন্তু আমাদের সমস্ত সাফল্য নস্যাৎ করে দিতেই যেন অকস্মাৎ বেরুলো এক খবর : মাহমুদ আল কাশেম নামে এক ব্যক্তি নাকি ইজরাইলে গিয়েছেন বাংলাদেশের দূত হিসেবে। আরব বন্ধুরা আমাদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আমাদের 'মুরুব্বী' ভারতীয় কূটনীতিকদের বিরোধিতায় আমরা তার কোন তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ প্রকাশ করতে পারলাম না। কিন্তু খোদা মেহেরবান, আমাদের বাঁচাতেই যেন এরপর এলো মাল্‌রোর সেই বিখ্যাত ঘোষণা। বিশ্বের সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। হাজার হাজার চিঠি পৌঁছলো মাল্‌রোর কাছে–সবাই তাঁর সংগ্রামের সাথী হতে চায়। বৈরুত থেকে তখন কলকাতা ফিরে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আমার প্যারিস যাবার কথা। ফরাশি সরকার আমাদের দুজনকে বৃত্তি প্রদান করেছেন শরণার্থী হয়ে পড়েছি বিধায়। অবশ্য কর্তৃপক্ষ জানতো যে প্যারিসে আমরা পড়তে যাবো না, যাবো বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার করতে। এই ঔদার্য ফরাশিদের সহজাত, ইতিহাস তার সাক্ষী। ইতোমধ্যে আমি মাল্‌রোকে লিখে দিয়েছি তাঁরতো একজন বাঙালি দোভাষী দরকার হবে–আমি বিনা বেতনে খাটতে রাজী আছি। পাখি শিকার কিংবা মুরগী জবেহ করার অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাঁর সাঁজোয়া বাহিনীতে আমি অংশ নিতে ইচ্ছুক–যা থাকে কপালে! তাঁর একান্ত সচিব জবাব দিলেন :

'মসিয় মাল্‌রো প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভারত আগমনের, সময়মত খবর দেবেন আপনাকে।'

নয় মাসের কান্নাহাসির দিনগুলো হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল। বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না যে এতো তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা সম্ভব হতে পারে। দেশে ফিরে কর্মস্থল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। ঢাকায় গেলে প্রথমে ফরাশি কন্সাল-জেনারেল পিয়ের্ বেরথলো ও পরে প্রথম ফরাশি রাষ্ট্রদূত পিয়ের মিলের সাথে যখন সাক্ষাৎ হতো তখন জল্পনা-কল্পনা চলতো মাল্‌রোকে একবার বাংলাদেশে আনা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা নিয়ে। আমার জানা মতে, অন্য অনেকের মধ্যে দুজন উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ আলী আহসান ও রাজশাহীর খান সারওয়ার মুর্শেদও অনুরূপ অনুরোধ জানিয়ে রাখেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে। মাল্‌রোকে আমরা চাই বাংলাদেশে। অবশেষে মাল্‌রোর আগমন নিশ্চিত হলো এবং এই আগমন বার্তা প্রথম ঘোষিত হলো চট্টগ্রাম থেকে। (সৈয়দ মইনুল আলমের বিশেষ রিপোর্ট দ্রষ্টব্য, *পিপলস্ ভিউ*, চট্টগ্রাম ১৪.০৪.১৯৭৩, ১ম ও ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

চট্টগ্রামের আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক ও মাদাম মিলের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হচ্ছিল ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৩। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল, বিশেষ অতিথি দুজন–শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পপতি এ. কে. খান। ফরাশি রাষ্ট্রদূত প্রধান অতিথি। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বললেন :

> 'একটা বড় খবর তাঁর দেয়ার আছে। মাত্র গতকাল বিকেলে তিনি প্যারিস থেকে ক্যাবল পেয়েছেন অঁদ্রে মাল্‌রো আসবেন এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে।'

এর পরপরই তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেন। আরো বলেন,

> 'বাংলাদেশে দু-চার জন আছেন যাঁরা ফরাশি জানেন, কিন্তু এমন ব্যক্তি শুধু একজন আছেন যিনি মাল্‌রোকে বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন, তিনি আলিয়ঁস সভাপতি' (অর্থাৎ বর্তমান লেখক)।

জনসমক্ষে এই অতি উচ্চপ্রশংসায় আমার লজ্জা পাওয়ার কথা, গর্বে বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি ফুলে ওঠার কথা। কিন্তু যদ্দুর মনে পড়ে ওসব কিছু হয় নি। সে মুহূর্তে এসবের চাইতে আমি যেন বেশি অনুভব করলাম এক পবিত্র দায়িত্ববোধ : মাল্‌রোর সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা হয় নি, কিন্তু তাঁকে বাংলাদেশ থেকে খালি হাতে ফিরতে দেবো না, বাংলাদেশের মানুষের ও তাদের হৃদয়ের মমতাভরা ছবি নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। প্রতিজ্ঞা!

পরদিন খবরের কাগজে এই খবরের চেয়ে বেশি জায়গা পেল জয়নুল আবেদীনের বক্তৃতার একটি অংশ :

'আর্ট গ্যালারী দেশের প্রাণ। চট্টগ্রামে আপনারা প্রথম আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করে দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।'

বক্তৃতার সূত্র ধরে সেই সন্ধ্যায়ই এক ভোজসভায় শ্রদ্ধেয় এ. কে. খান বলছিলেন :

'রশীদ (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক প্রধান) ও কোরেশী যদি দায়িত্ব নেয় তাহলে যত টাকা লাগে আমি দেব।'

পরদিন ০৫.০৪.১৯৭৩ সকালে খান সাহেবের চেম্বারে জয়নুল, জহিরুদ্দীন (খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র), রশীদ ও আমি বৈঠকে বসলাম। জহির তাঁদের পাহাড় থেকে কিছু জায়গা দিতে চাইলেন। দেখলাম খুবই মনোরম নিসর্গ। কিন্তু শহরের এই এক প্রান্তে জনসাধারণের গমনাগমনের অসুবিধা হবে। ঠিক হলো : আমরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গিয়ে শহরের সুবিধাজনক কেন্দ্রে অবস্থিত একটি বাড়ী চাইবো, দুটি বাড়ী আমরা ইতিমধ্যে দেখেও রেখেছি একরকম : বিমান অফিসের সামনে নেভীর একটি ভিলা অথবা মেহেদীবাগের শ'ওয়ালেস কম্পেনীর পরিত্যক্ত বাড়ী। এর একটি বাড়ি পেলে তা নিয়ে, তাতে চুনকাম করিয়ে, আমাদের সেরা শিল্পীদের কাজ দিয়ে সজ্জিত করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পতত্ত্বজ্ঞ আঁদ্রে মাল্‌রোকে দিয়ে তাঁর চট্টগ্রাম সফরের সময় আর্ট গ্যালারীটির উদ্বোধন করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ।

৮ই এপ্রিল ১৯৭৩ গণভবনে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলাম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও আমি। প্রধানমন্ত্রী আবহমান বাংলার সংস্কৃতি, শিল্পশিক্ষা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করলেন এবং চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিলেন :

'ড. কোরেশী ও রশীদ চৌধুরী যে বাড়ী পছন্দ করবেন (ডিফেন্সের কোনো বাড়ি ছাড়া) সেটি যেন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় কলা ভবনের জন্য।'

পরদিন সকালে আমরা রাষ্ট্রপতি, পররাষ্ট্র সচিব ও প্রোটোকল চীফকে বিষয়টি জানিয়ে এলাম।

চট্টগ্রামে ফিরে মেহেদীবাগের বাড়িটির দখল পাওয়া গেল। বাড়িটি শুধু পরিত্যক্ত নয় বেশ পোড়ো, জরাজীর্ণ, দরোজা জানলা নেই অনেক, ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। রশীদ চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মী মিজানুর রহিমের তদারকিতে সংস্কার ও নবায়ন-পর্ব শুরু হলো। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জনাব এ. কে. খান অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করলেন না এতটুকু। কাজ চলল রাতদিন।

মাল্‌রোর আগমনের তারিখ এগিয়ে এলো। আমাদের প্রস্তুতিরও বিরাম নেই। আমাদের বলতে তখনও প্রধানত রশীদ চৌধুরী, রসুল নিজাম, জুনেদ চৌধুরী ও আমি—অর্থাৎ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা। ব্যাপক ভিত্তিতে একটি সম্বর্ধনা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম আমরা। অধ্যাপক আবুল ফজলের সভাপতিত্বে ১৫ এপ্রিল সকাল দশটায় এক সভা অনুষ্ঠিত হলো চট্টগ্রাম ক্লাবের প্রশস্ত বারান্দায়। সভায় সমাজের বিভিন্ন অংশের জনা পঞ্চাশেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব এলো। উদ্যোক্তা খুব সম্ভব সভাপতি নিজেই। দোভাষীর কাজে আগেভাগেই চাটগাঁ ছাড়তে হবে, ঢাকা রাজশাহী ঘুরতে হবে—এই অজুহাতে এড়াতে চাইলাম এই দায়িত্ব। আমার ধারণা : ফ্রান্সের অবৈতনিক কন্সাল রসুল নিজাম সম্পাদক হলেই শোভন হতো। কিন্তু অন্য অনেকের সঙ্গে জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর চাপে আমাকেই দায়িত্ব নিতে হলো। ড. এ. এফ. এম. ইউসুফ কোষাধ্যক্ষ, জনাব জুনেদ চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক নির্ধারিত হলেন। সম্বর্ধনা সমিতির সদস্য তালিকা আরো ব্যাপকতর করবার এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করে সভা শেষ হলো। ইতোমধ্যে জনাব এ. কে. খানকে সভাপতি, আমাকে সম্পাদক, সৈয়দ মোহাম্মদ শফিকে কোষাধ্যক্ষ, রশীদ চৌধুরীকে কিউরেটার চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসককে কো-অর্ডিনেটর নির্বাচিত করে কলা ভবন তথা 'চিটাগাং আর্ট গ্যালারী এ্যান্ড ফোক ম্যুজিয়ম'-এর কার্যকর কমিটিও গঠিত হলো।

১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম ক্লাবে সম্বর্ধনা সমিতির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হলো। একটু আগে আমি বেতারে মাল্‌রোর উপর একটি কথিকা রেকর্ড করে এলাম। চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক কথাশিল্পী নাজমুল আলম দুটি সভায়ই উপস্থিত ছিলেন। আরো ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান, উক্ত কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান নাট্যকার মমতাজ উদ্দীন আহমদ, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হাসনা বেগম। বিষয়টি উল্লেখ করছি এই জন্য যে, এঁরা ছাড়া আর কোন সরকারী কর্মকর্তা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সার্কিট হাউসে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কর্তৃপক্ষ—'আন্দ্রে-মান্দ্রে, কে—একজন আসছে তার জন্য আবার এতসব কেন?' বলাবাহুল্য, তাঁরা তখনও কোনো সরকারী নির্দেশ পান নি, উক্ত ব্যক্তিত্ব যে রাষ্ট্রের বিশেষ সম্মানিত অতিথি এটি তাঁরা বুঝতে পারেননি কিংবা বুঝতে চাননি। মাল্‌রোর ঢাকা আগমনের পর সরকারী নির্দেশলাভে হোক আর ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের খবর দৃষ্টেই

হোক তাঁদের এ মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। সে যাহোক, উক্ত বৈঠকে স্থির হলো যে, সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ক্লাবেই হবে। যে প্রশস্ত বারান্দায় বসে আমরা সভা করছি তাকেই মঞ্চ রূপে ব্যবহার করা হবে। সামনের সুন্দর আঙিনায় শামিয়ানা খাটিয়ে চেয়ার এনে বসার ব্যবস্থা করা হবে। চারপাশের কৃষ্ণচূড়া আর পলাশের আগুন সেবারের বিলম্বিত বসন্তকে সার্থক করে তুলেছিলো। প্রকৃতিও যেন প্রস্তুত হচ্ছিল মাল্‌রো-সম্বর্ধনায় !

বৈঠকে ২৩শে এপ্রিল মাল্‌রো সফরের সমস্ত কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়ে গেল।

২০শে এপ্রিল বিমানে আমি ঢাকা চলে গেলাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তারবার্তা ও ফরাশি দূতাবাসের দূরালাপনীর যোগাযোগ আমাকে চাটগাঁ ত্যাগে বাধ্য করল। বন্ধুদের উপর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার অনুরোধ জানিয়ে গেলাম। বলাবাহুল্য, তাঁরা আমাকে নিরাশ করেন নি। তাছাড়া বিশ-একুশ-বাইশ তিন দিন অনবরত ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাংক-টেলিফোন লাইন যথেষ্ট ব্যস্ত রেখেছিলাম আমরা।

তাঁর আসার কথা ছিল বিশের বিকেলে। দিল্লী থেকে থাই ফ্লাইটে। প্রোগ্রাম বাতিল হলো। তিনি এলেন পরদিন সকালে ভারতীয় আকাশযানে। দশ-বিশ জন পেরিয়ে লাল গালিচার উপর দিয়ে হেঁটে তিনি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছুলেন আমি হাত বাড়িয়ে সমস্ত আনন্দ উত্তেজনা চেপে রেখে প্রায়-চীৎকার করে উঠলাম :

> 'বোঁজুর ম্যেৎর্, জ সুই ভৎর্ অ্যাতের্প্রেৎর্' (সুপ্রভাত গুরুদেব, আমি আপনার দোভাষী)।
>
> 'আঃ ভুজেৎ ল প্রফেসর। জ ভু লিজেয় দঁ লাভিঁও' (ওহ্ ! আপনিই সেই অধ্যাপক, প্লেনে আপনার বই-ই তো পড়ছিলাম)।

উষ্ণ করমর্দনের সঙ্গে ফিরে এলো সহাস্য জবাব। বুঝলাম, অনুরাগী রাষ্ট্রদূত ইতিপূর্বে দিল্লী গিয়ে মাল্‌রোকে আমার কথা বলে এসেছেন এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বিষয়ক ফরাশি ভাষায় লেখা আমার বইখানি তাঁকে দিয়ে এসেছেন। মুহূর্তে মনে হলো, কোনো বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষীর মুখোমুখি নয়, আমি যেন এক আত্মার আত্মীয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। এক ভিন্ন আবেগ ভুলিয়ে দিলো যে এখন আমরা বলা উচিত : সোয়াইয়ে বিয়্যাঁ ভন্যু (আগমন শুভ হোক)। এরপর দুই দিন বলতে গেলে আমার আর কোন কথাই বলা হয় নি। তাঁর কথা অন্যকে, অন্যের কথা তাঁকে বলেছি শুধু। কথা আর কথা ! অজস্র, অফুরন্ত কথার তুবড়ি! বলাবাহুল্য, সে ঘাটতি সুদে আসলে উশুল করার সুযোগ হলো চট্টগ্রামে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং পরবর্তীকালে প্যারিসে।

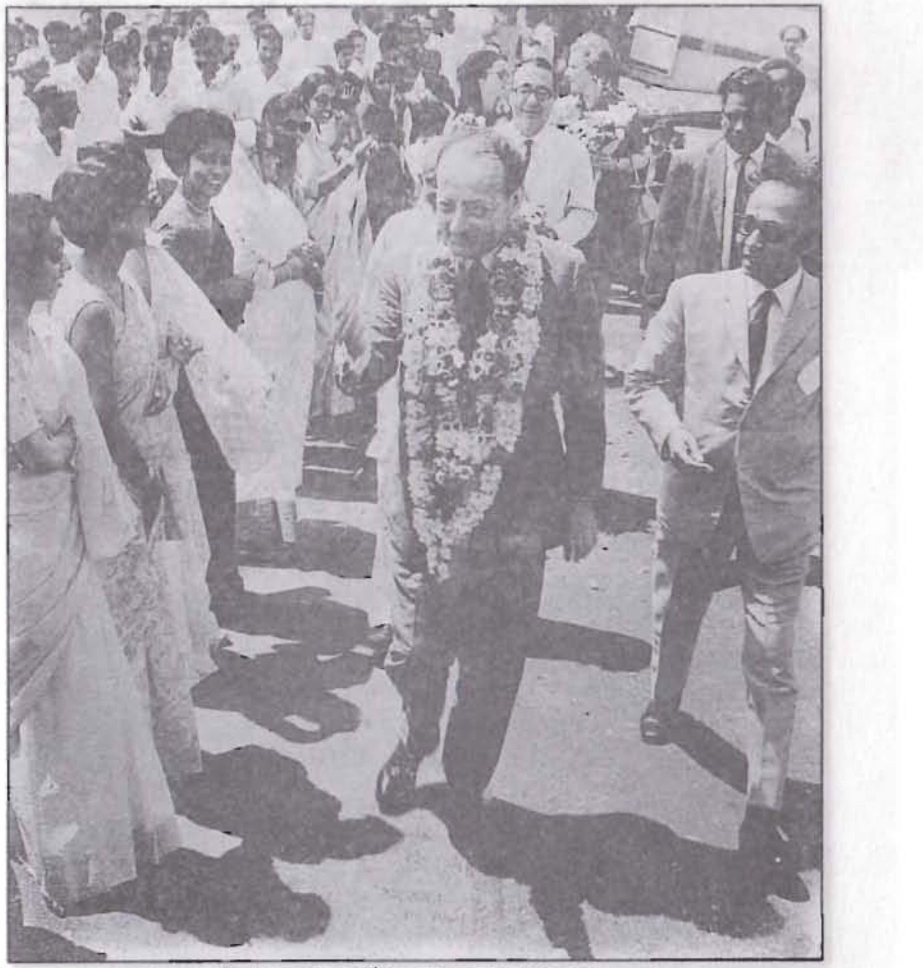

বিমান বন্দরে সংবর্ধনা। মাল্‌রোর পাশে গ্রন্থকার।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৩। চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে হেলিকপ্টার থেকে নেমে দেখি–বিমান বন্দরে পরিচিত বন্ধুদের আনন্দ উৎসব। সবার চোখে মুখে একই প্রশ্ন :

'কই, মালরো কই?'

'আসছেন, অপেক্ষা করুন।'

গার্ড অব অনার।

কয়েক মিনিট পর নেমে এলো সরকারী ক্ষুদে বিমান ! কুল্লে চারটি কি ছয়টি আসন। ওতে চড়ে এলেন মাল্‌রো, তার সফরসঙ্গী সফি দ্য ভিলমোর‍্যাঁ এবং সস্ত্রীক ফরাশি রাষ্ট্রদূত। বিমান বন্দরে দেওয়া হলো এক বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা। মাল্‌রোকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। পুষ্পমাল্য, পরিচিতি ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা এলাম এ. কে. খান নিবাস–'শামা'য়। চা-পান। পোর্টট্রাস্ট চেয়ারম্যান জনাব কিবরিয়ার সমভিব্যাহারে তিনি গেলেন বন্দর পরিদর্শনে। আমি চলে এলাম চট্টগ্রাম ক্লাবে। মাল্‌রো এলেন। বয়স্কাউট, গার্লসগাইড ও

মুক্তিযোদ্ধাদের এক-একটি ছোট দল তাঁকে 'গার্ড অব অনার' দিলো। মাল্‌রোকে একটু পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। ইত্যবসরে তিনি তাঁর বক্তৃতার লিখিত রূপ আমার হাতে দিলেন। রাজশাহীর অনুরূপ। তবে রাজশাহীতে তাঁর টেক্সট আমার হাতে আসে নি পূর্বাহ্নে। চট্টগ্রামের শ্রোতারা যাতে কোনো দিক থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি সজাগ। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হলো সাড়ে এগারোটার দিকে।

অতিথিবর্গের আসন গ্রহণের পর রাজিয়া শহীদের নেতৃত্বে 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' গানটি গাওয়া হলো কোরাসে। মাল্যদান করলেন ডা. আবু জাফরের শিশু কন্যা জলি। মাল্‌রোকে 'গার্ড অব অনার' প্রদানের আইডিয়া ও তার ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন ডা. জাফর। ইতোমধ্যেই যাঁরা ভুলে যেতে শুরু করেছেন তাঁদের অবগতির জন্য জানানো দরকার যে, অকালপ্রয়াত এই চক্ষু বিশেষজ্ঞের অবদান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মাল্য অর্পণের সেই মুহূর্তটির একটি আলোকচিত্র দেখে আমি আজও একান্তে অশ্রুপাত করি। কেননা, সেই আনন্দঘন মুহূর্তটিতে রেশমের পাঞ্জাবী পরা যে ভদ্রলোকটি বুকে 'অঁদ্রে মাল্‌রো সম্বর্ধনা কমিটির ব্যাজ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে, তিনি, সদা প্রফুল্ল এই বিশিষ্ট সমাজসেবী, অথচ আশ্চর্য, একটি ছবিতে তাঁর মুখাবয়ব অদৃশ্য শুধু তাঁর উদার-বিস্তৃত বক্ষদেশই লক্ষ্যযোগ্য–বছর তিনেকের মধ্যেই যার ভিতরের কলটি তাঁকে ও আমাদেরকে প্রতারণা করে ফিরে গেছে অনন্তধামে। মাল্‌রো–কল্পিত জগতেরই একটি প্রতীকি পুনরূপস্থাপনা বটে !

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের বক্তৃতাপর্বের শুরুতে মাল্‌রো সম্পর্কে সাধারণভাবে দু'চার কথা বলে আমি সভাপতি আবুল ফজলকে তাঁর স্বাগত ভাষণ দানের আহবান জানাই। ছোট্ট, সুন্দর অভিভাষণে তিনি বলেন :

> 'যারা কথায় কথায় বিপ্লবের বুলি আওড়ায়, সংগ্রামের সময় তারাই কার্যত দূরে থাকে। কিন্তু আপনি তার ব্যতিক্রম। বিশ্বের সকল বুদ্ধিজীবী থেকে আপনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা অসম্ভব রকমের সামঞ্জস্য খুঁজে পাই আপনার কথা ও কাজে। আপনি স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেই কেবল সক্রিয় অংশ নেন নি, বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সাথে আপনি নিজেকে একান্ত আপন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চেয়ে আপনি আপনার জীবনধারার প্রতি সৎ থাকতে চেয়েছেন। আপনার সঙ্গে চট্টগ্রামের মানুষের এক অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্য রয়েছে। স্পেনের মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি যেমন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন, আমরাও স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে হাতের কাছে যা পেয়েছি তা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছি। বস্তুত, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য

রষ্ট্রদূত মিলেকে মালা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর ডান পাশে ডা. জাফর। বাঁ পাশে ড. কোরেশী।

আপনার আদর্শ ও চেতনা অনাগত দিনেও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আপনার এই সফর বাংলাদেশের জনসাধারণকে শান্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিগর্ভ বাণী ফ্রান্স থেকে উদ্ভব হয়েছিল প্রথম এবং আপনি সে মন্ত্রেরই সাধক। তাই আপনাকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করি, চট্টগ্রামের নৈসর্গিক দৃশ্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।'

ভাষণটির ফরাশি অনুবাদ আমি সঙ্গে সঙ্গে পেশ করতে থাকি। শেষ হলে জনাব এ. কে. খানকে আহবান করি মানপত্র পাঠের জন্য। মানপত্রটি

চট্টগ্রামে নাগরিক সংবর্ধনা। সভাপতি অধ্যাপক আবুল ফজল।

আগাগোড়া আমার রচনা। সভাপতি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবুল ফজলের নির্দেশেই আমাকে মানপত্রটি লিখতে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তা অনুমোদনও করেছিলেন কোন শব্দ না বদলিয়েই। বাংলা ও ফরাশিতে একই বক্তব্য। ছাপার সময়ও ঢাকা থেকে ফোনে দু'একটি সংশোধনী পাঠাই আর্ট প্রেসে। ফরাশি অনুবাদ টাইপ ও সাইক্লোস্টাইল করা হয় দূতাবাসে। ছোট দুটি অনুচ্ছেদে পুরো মানপত্রটাই উদ্ধৃত করা গেল এখানে :

'মানুষের পরিচয় তার কর্মে'—তোমার জীবনাচরণ তোমার এই উচ্চারণকে দিয়েছে যাথার্থ্য। তাই তোমার পরিচয় আমরা পাই তোমার কর্মে, সংগ্রামে এবং শিল্প সাধনায়। ফরাশিদেশে তথা বিশ্বের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসে তুমি বিশিষ্ট, তুমি অনন্য।

বাংলাদেশ জন্মের আগে ও পরে, তোমার প্রতীক্ষায় ছিলো। তুমি এসেছ। আমরা ধন্য। বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক অর্গল আজ উন্মুক্ত।

তুমি এসেছ আজ বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রামে, যেখানে যুগ যুগ ধরে মানবমাহাত্ম্য ও বিপ্লবের জয়গানে মানুষ মুখর। সে ঐতিহ্যের সাথে অতীতে যেমন, বর্তমান আর ভবিষ্যতেও তেমনি তোমার কর্ম ও উচ্চারণ আমাদের সংগ্রামী ও সৌন্দর্যাভিসারী

রাজিয়া শহীদের নেতৃত্বে উদ্বোধনী সঙ্গীত।

করবে। 'অন্য কোনোখানে–উপরে, আলোয়' নিয়ে যাবে। এ প্রত্যয়ে আমরা তোমার শুভ কামনা করি।

তোমার গুণমুগ্ধ
চট্টগ্রামবাসী

২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৩

মানপত্রটি ছিল অভিনব। কাগজে নয়, খুব বড় বাঁশের ফ্রেমে তৈরি করা হলো কাসকেট। পাকা 'বাইজ্জা' বাঁশের বুকে এক পাশে বাংলা, অন্য পাশে ফরাশিতে, শিল্পী রশীদ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এটি তৈরি। মাল্‌রোর সপ্রশংস ধন্যবাদের পর আমি ফরাশি অনুবাদ শুনিয়ে দিই। শোনানোর প্রয়োজন ছিল একটি বিশেষ কারণে। তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত *পারী-মাচে*'র আলোকচিত্রশিল্পী ছাড়াও ফরাসী টিভির একটি দল ছিলো এবং ওরা রেকর্ড করছিলো সব।

এরপর সম্বর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে মাল্‌রোর জন্য উপহার প্রদানের কর্মসূচী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্মরত সাত্তার মাস্টার আমাদের নির্দেশে দুশো দশ বছরের পুরোনো একটি পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে দেন। চট্টগ্রামে

মাল্‌রোর গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে জলি।

হাতে তৈরি তুলট কাগজে লেখা এই পান্ডুলিপি। যদিও মাত্র দুশো টাকা দামে এটি কেনা হলো, মাল্‌রোকে এটি অর্পণ করে আমরা বোঝাতে চাইলাম যে, আমাদের একটি অমূল্য সম্পদ আমরা তাঁকে দিচ্ছি পরবর্তী কালে যা প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত থাকবে। পরম শ্রদ্ধাভরে অঁদ্রে মাল্‌রো সেটি গ্রহণ করলেন মিসেস কামরুন্নাহার জাফরের হাত থেকে। এরপর গভীর আবেগ–উদ্দীপ্ত কণ্ঠে মাল্‌রো শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। বক্তব্য পূর্বদিনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের অনুরূপ। অর্জন-বর্জন হয়েছে অতি সামান্য। তবে দু'জায়গায় চট্টগ্রামের প্রসঙ্গ এসেছে–শুরুতে ও শেষে। মহামনীষী অঁদ্রে মাল্‌রোর পুরো ভাষণটাই এখানে উদ্ধৃত হলো :

> 'যেহেতু এখানেই বাংলার প্রথম সেনাবাহিনী ১৯৭১-এর মার্চ-এপ্রিল জনসাধারণের মধ্যে থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছিল, সেহেতু সর্বপ্রথম আমি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়ে আপনাদের কিছু বলব :

জনাব এ. কে. খান কর্তৃক মানপত্র প্রদান।

অতীতে পারস্যের বিপুল সেনাবাহিনী যখন গ্রীসে অভিযান চালাতে আসে, থেরমোপিলোসে ৩০০ লোক তাদের বাধা দিতে গিয়ে এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। ওরা যেখানে মৃত্যুবরণ করে সেখানে খোদিত রয়েছে গ্রীসের বিখ্যাত, হয়তো বা সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপি :

"যে-তুমি এপথ দিয়ে যাবে পরবর্তীকালে আমাদের দেশে গিয়ে বলো যে, যারা এখানে পড়ে আছে, তাদের মৃত্যু ঘটেছে দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে।"

আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যে-কোন কবরস্থানের উপর, আপনাদের বুদ্ধিজীবীদের গলিত শবে ভর্তি যে-কোন খানা ডোবার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখুন :

"যে-তুমি এ পথ দিয়ে যাবে পরবর্তীকালে আমাদের স্বজনদের গিয়ে বলো যে, এখানে ওরা মৃত্যুর শিকার হয়ে পড়ে আছে,

মিসেস জাফর কর্তৃক পাণ্ডুলিপি উপহার।

কেননা—নয় মাসের দুর্দ্দশার দিনে ওরা কবুল করেছিল খালি হাতে লড়বে বলে।"

ইউনিফর্ম-বিহীন ফৌজের সে-এক দীর্ঘ এবং মহৎ ঐতিহ্য।

ইউরোপের সমস্ত রাজরাজরাদের বিরুদ্ধে ফরাশি বিপ্লবের ফৌজ, রাশিয়ার রেড আর্মি আর লং মার্চে মাও জে দঙের সৈন্যদের সে একই ঐতিহ্য।

চীন যদি পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে সাহায্য করে থাকে তাহলে তা করেছে যারা তার নিজস্ব সেনা, লেনিনের আমল থেকে যাদের 'পার্টিজান' বলা হয়, তাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে।

সালাম! আমাদের চার পাশে বনানীর অভ্যন্তরে শায়িত মৃতরা, সালাম!

অনেক হত্যাকাণ্ডের পরও বিশ্বকে আপনারা দেখিয়েছেন, আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক একটা জাতির আত্মাকে খুন করা যায় না। আপনাদের মধ্যে থেকেই তো জনতা একদা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারার প্রাচীর ভেঙ্গে আনতে গিয়েছিলো। তখন মনে

হয়েছিল তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশও যেন ছিলো কারাভ্যন্তরে। আর আপনারাইতো অগুন্তি দেহের ছায়ায় সংযুক্ত বাহিনীর ট্যাঙ্ককে ঢাকার পথ দেখিয়ে এনেছিলেন।

আমরা আপনাদের সমর্থন করেছি। কেননা আপনারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত, সবচেয়ে বেশি ভয়ার্ত পরিবেশে বসবাসকারী জনগণ। তাছাড়া, আপনারা ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত–যে সভ্যতা তিন হাজার বছর ধরে–মানবতার সভ্যতা।

সম্রাট অশোক হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বললেন, 'মানুষ এবং জীবজন্তুকে ছায়া আর আশ্রয় দেয়ার জন্য সমস্ত সড়ক পথে আমি বৃক্ষ রোপণ করে দেব।'

গান্ধী হচ্ছেন আমাদের কালের একমাত্র মুক্তিনায়ক যিনি মানবাত্মার মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

বিশ্বকে আপন ইচ্ছামত ব্যবহার করবার প্রয়োজন রয়েছে মানুষের। আজ আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়ার অনেক হতাশাগ্রস্ত যুবশক্তি। চাঁদে যাওয়ার প্রয়োজন কী যদি সেখানে যাওয়া শুধু আত্মহত্যার জন্যে?

শাশ্বত বাংলা এবং ফরাশি বিপ্লবের ভাষাকে সংযুক্ত করবার প্রয়াস ছিলো আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে।

বহির্বিশ্ব এখনো এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এমন একটি অনন্য দৃষ্টান্ত যা একনায়কত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্টালিন নয়, হিটলার নয়, মাও-সে-তুঙ নয়, গান্ধী আর শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশ্ব যদি বুঝতে না পারে, তার চোখ খুলে দেবার সময় হয়েছে। এবং আমরা তা করবোই।

আপনাদের কাছে, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমার এক বিশেষ আবেদন রয়েছে :

যখন আমি শহীদ ছাত্রদের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমুকুট অর্পণ করতে গিয়েছিলাম তখন এই চিন্তা আমার মাথায় এলো যে, পৃথিবীর কোন দেশে এত বেশি সংখ্যক ছাত্রের উপর এত বেশি অত্যাচার কখনও ঘটেনি। আপনারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতা এখন আপনাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু কঠিন সংগ্রাম

শুরু হয়েছে এখন। শাদা সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে শুরু হয়েছিল।

যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আজ বাংলাদেশ শান্তি চায়। আপনাদের কাজ করে যেতে হবে দ্বিতীয় বিজয়ের জন্য। সত্যিকার রাষ্ট্র গঠনের জন্য। এটা খুব সহজ নয়। কিন্তু আপনাদের পঙ্গু, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আমি দেখেছি। আমি জানি, তারা যা করেছে তা-ও খুব সহজ ছিলো না।

পরে যখন বলা হবে : ওরা শূন্য হাতে যুদ্ধ করেছিলো–তখন যেন একথাও যোগ করা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ পাঁচ বছরে যা করেছে পরাধীন বাংলাদেশ পঁচিশ বছরেও তা করতে পারেনি।

স্বাধীনতার যুদ্ধ এখানে শুরু হয়েছিল। শান্তির সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানেই শুরু হোক।

আজ এ শহরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমি মিলিত হচ্ছি, আপনাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তালিকা প্রস্তুত করতে। আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তালিকার অগ্রগণ্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা হবে। এবারের সংগ্রাম আমরা এক সঙ্গে চালাবো।

চট্টগ্রাম জিন্দাবাদ !
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ !'

মহামনীষীর ভাষণের পর একটি সমাপ্তি সঙ্গীত হবার কথা ছিলো। রাজিয়া শহীদ ও সঙ্গীরা গাইবেন রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রা হলো শুরু' অথবা অতুলপ্রসাদের কোন গান। অবশ্য সময় ও মাল্‌রোর স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এটি পরিবেশিত হবে কিনা। এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, গান আদৌ গাওয়া হয়েছিল কিনা। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য : যদিও ক্লাব বারান্দা ও ভেতরের ঘরগুলোতে প্রচুর দর্শক শ্রোতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, সামনে শামিয়ানার নীচে খুব বেশি শ্রোতা ছিলোনা। অবশ্য সাহিত্যিক, শিক্ষক, সংস্কৃতিসেবী অনেকেই ছিলেন। তবু আমি কিছু হতাশ হয়েছিলাম এতে। মধ্যাহ্নে সূর্যের প্রখর তাপে তখন শামিয়ানার নীচে বসে থাকা কিছুটা কষ্টকর ছিল বৈকি! অনেকেই নাকি ন'টা থেকে বসে থেকে শেষে কেটে পড়েছেন। সপ্তাহের প্রথম কর্মমুখর দিনটিতে কাজ কারবার ফেলে কতক্ষণ বসে থাকবেন তাঁরা? উপযুক্ত সংখ্যায় কলেজের ছাত্ররা কেন এলোনা বুঝলাম না।

মাল্‌রোর ভাষণ। দর্শকদের মধ্যে সর্বজনাব এম. আর. সিদ্দিকী, এম. এ. হান্নান, মঈনুল আলম প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নাকি ক্যাম্পাসে বসে প্রতীক্ষা করছিলো মাল্‌রোর। কেননা, সেদিন সকালেও বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে তিনি যাবেন সেখানে, সকাল এগারোটায়। ইতিপূর্বে কাগজেও বেরিয়েছিলো খবরটা। অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে উদ্দীপ্ত ও হর্ষোৎফুল্ল দেখে অবশ্য আমার বিমর্ষভাব কেটে যায় দ্রুত।

আবার প্রত্যাবর্তন এ. কে. খান আলয়ে। অত্যন্ত অভিজাত অথচ ঘরোয়া পরিবেশে শুরু হলো মধ্যাহ্ন ভোজের উৎসব। শুধু ঘরোয়া নয়, এ যেন এক পারিবারিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের পরিবেশ। অথচ আমরা পঞ্চাশ-ষাটজন দুই দেশের আর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মানুষ একত্র হয়েছি একটি মহামনীষীকে ঘিরে। তিন ঘন্টা আলোচনা-আনন্দে কাটল সবার। এর মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট ধরে মাল্‌রো বসলেন এ. কে. খানের সঙ্গে একা। খান সাহেবের স্টাডি-তে অবশ্য আমি দুজনের অংশীভূত। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিচয়–তার সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাব্য সর্ববিধ উপায় আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। দুটি ব্যক্তিত্বই তাঁদের পরিচিতির অধিক নবীনতা ও সজীবতায় অভিভূত করলেন আমাকে।

এ. কে. খান আলয়ে (বাঁ দিক থেকে) কোরেশী, মালরো, সফি দ্য ভিলমোঁরা, সফি মিলে, জহিরুদ্দীন খান, ম. মিলে, এ. কে. খান কন্যা।

মাল্‌রো সংস্কৃতিমন্ত্রী ছিলেন আর এ. কে. খান শিল্পমন্ত্রী ছিলেন, জানি। কিন্তু দুজনেই এতো বিষয়ে এতো ভাবনা চিন্তা করেছেন এ-তো ধারণা করাই যায় না। অনুবাদ করতে যেয়ে অবাক হয়ে যাই। অনেক সময় দেখি অনুবাদের প্রয়োজন নাই। একে অন্যকে ঠিকই বুঝতে পারছেন, মনে হয়।'

বিকেল সাড়ে তিনটায় আমরা ছুটলাম চকবাজার। ওলী খাঁ মসজিদ ও হিন্দু মন্দিরের মধ্যিখানে আমাদের 'ফ্রেনচ কালচার টেম্পল' তথা আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ। সৌভাগ্যক্রমে আমি এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট। ক্ষুদ্র জীবনের একটি সুকৃতি বটে! মাল্‌রোর সঙ্গে আমাদের ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। আলিয়ঁসের অবৈতনিক সচিব বন্ধুবর জুনেদ চৌধুরী আয়োজন করেছিলেন এক অনাড়ম্বর অথচ রুচিসম্মত সম্বর্ধনা। রূপোর থালায় বরফ কুচির মধ্যে এলো ডাব। সাগ্রহে তৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হলেন অঁদ্রে মাল্‌রো। ততক্ষণে আমি আলিয়ঁসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বয়ান করলাম। আমার বইয়ের একটি কপি তাঁকে উপহার দেওয়া হলো (যাক, রাষ্ট্রদূত এবার তাঁর কপিটি ফেরত পাবেন। ইতিপূর্বে তাঁর দুশ্চিন্তার কথাটি আমাকে জানিয়েছিলেন তিনি)। ধন্যবাদ ও উৎসাহব্যঞ্জক দু'চার কথার পর মাল্‌রো আলিয়ঁসের গ্রন্থাগার আর চিত্রপ্রদর্শনী

এ. কে. খান আলয়ে (মধ্যাহ্ন ভোজের পর)।

দেখলেন ঘুরে ঘুরে। সামনের আঙিনায় বসে আলিয়ঁস পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে একটি গ্রুপ ফটোও তোলা হলো যথারীতি।

এর পরের অনুষ্ঠান মেহেদীবাগে—'কলাভবন' উদ্বোধন।

চকবাজার থেকে মেহেদীবাগের দূরত্ব দু'মাইলও হবে না হয়তো। দৌড়-ঝাঁপ, দ্রুততম গতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে এপথ দু'মিনিটেই বোধ হয় অতিক্রম করা হলো। দর্শকরা সেখানে প্রতীক্ষা করছেন। অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কলাভবনের সভাপতি এ. কে. খান প্রারম্ভিক ভাষণ দিলেন। এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর একটি বাণী পাঠ করা হলো। বাণীতে বলা হলো :

> 'আর্ট গ্যালারী দেশের দর্পণ। আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শিত চিত্রসমূহে মানুষের আনন্দ-বেদনা এবং শান্তি ও সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়।'

দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন। মসিয় মাল্‌রো চট্টগ্রাম কলাভবনের উদ্বোধন করছেন জেনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এবং অভিমত জ্ঞাপন করেন যে দেশের জন্য এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করেন।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে। উপবিষ্ট : আনী চৌধুরী, সফি মিলে, কোরেশী (সভাপতি), মাল্‌রো, মিলে, সফি দ্য ভিলমোরাঁ, দণ্ডায়মান : শামসুল আলম, ফিরোজ কবীর, রশীদ চৌধুরী, জুনেদ চৌধুরী, ফরাশি শিক্ষয়িত্রী, দম্পতি, নিশাত চৌধুরী, অমল নাগ, রসুল নিজাম (অনারারি-কনসাল)

খুব সুন্দর উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন মাল্‌রো। চট্টগ্রাম বেতার সেটি রেকর্ড করে কিন্তু দুঃখের বিষয় সংরক্ষণ করে নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করতে থাকলেও সাংবাদিকরা যথাযথ রিপোর্ট করেন নি কাগজে। ২৪শে এপ্রিল *পূর্বদেশ* কাছাকাছি এসেছে এব্যাপারে, *পিপলস্ ভিউ* চমৎকার সারসংক্ষেপ করেছে ২৬শে এপ্রিল সম্পাদকীয়তে। এই ভাষণে শিল্পীদের প্রতি এক উদাত্ত আহবান জানান মাল্‌রো :

> 'ক্যানভাসে দেশজ সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলুন। বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুকরনের পরিবর্তে নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরার মধ্যেই শিল্পীর সাফল্য নিহিত। এক সময় ভারতের চিত্রকলা ছিলো উৎকর্ষের চরম শিখরে, প্রতিবেশী নেপাল ও অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির উপর ছিল তার অসামান্য প্রভাব। সেই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মহৎ সৃষ্টি অসম্ভব।'

চিত্রকলায় ধ্রুপদী ও আধুনিক ধারার যোগসূত্র উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই চিত্রশালায় আধুনিক ও মধ্যযুগীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

কলাভবন প্রাঙ্গণে।

কিছু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায় 'পিপলস ভিউ'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

> André Malraux, while inaugurating the **Chattagram Kala Bhavan,** emphasised the need for rejuvenating our past heritage of art and culture in a perfect blending with the modern trends in art and culture. He said our country had a glorious heritage which inspired other countries in the world. He particularly mentioned the Islamic influence and Islamic architecture which, according to him, formed the fountainhead of inspirations in art and culture in our country through the ages. He also mentioned our rich heritage in folk art and music and laid utmost emphasis on the need for identifying our art and culture with the masses through identifying with our folk art and music. Andre Malraux called upon our artists to study our art and cultural heritage not with the intention of copying but with the intention of assimilating and drawing inspiration from them. He said all great artists became great because of their

ভাষণ দানরত মাল্‌রো।

> originalities, and Originality and Identity are the two passwords to Greatness.
>
> Let Bangladesh not be a political fact alone, let the emergence of Bangladesh be a landmark in the history of human civilizations too.

সম্পাদকের উৎসাহব্যঞ্জক উপসংহারটিও প্রণিধানযোগ্য বটে!

ভাষণের পর মাল্‌রো এলেন কলাভবন উদ্বোধন করতে। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই মর্মরে খোদাই করে প্রস্তর ফলক দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া আমার বন্ধুদের কৃতিত্ব। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নারীর বসন 'থামী' কাপড় দিয়ে ফলকটি ঢাকা। একটি আংটা থেকে ফিতাটা খুলে দিতেই উন্মোচিত হয়ে গেল। রশীদ চৌধুরীর আশ্চর্য সব 'আইডিয়া'! সবাই খুব প্রশংসা করল। খুশীতে ডগমগ। বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের এত আনন্দোচ্ছল সমাবেশ আমি আর কখনো দেখিনি। অন্তত আমাদের দেশে। মাল্‌রো মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখতে লাগলেন। দেখা যখন শেষ হলো তখন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য : তাঁকে জয়নুলের ছবি উপহার দেওয়া। ধন্যবাদ জানিয়ে মাল্‌রো বললেন, শিল্পাচার্যের সুখ্যাতি তিনি শুনেছেন। কিন্তু যে নিরবচ্ছিন্ন

চট্টগ্রাম কলাভবন উদ্বোধন।

সাধনায় জয়নুল ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ বাংলাদেশে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এতটা উৎকর্ষ আনতে পেরেছেন তা তাঁর জানা ছিল না। এক পর্যায়ে তিনি বেশ জোর দিয়েই বললেন :

'বিশ্বমানচিত্রে অবশ্যই মর্যাদার আসন হবে আপনাদের।'

বিদায়ের আগে আর একটি ঘটনা ঘটল। শিল্পী সবিহ্-উল আলমের পুত্র নায়ক একটা ছবি হাতে নিয়ে ঘুরছেন মাল্‌রোকে দেবেন বলে। দেখতে পেয়ে

উদ্বোধনের পর মর্মর ফলক দর্শন।

তাঁকে বললাম। এবার মাল্‌রো একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ভারি খুশি হলেন শিশু শিল্পীর ছবিটি দেখে। সবাইকে দেখাতে লাগলেন। আর নায়ককে কোলে তুলে আদর করলেন।

সময় শেষ। তাড়াহুড়া করে স্টেডিয়ামে যেতে হলো হেলিকপ্টারে চড়ার জন্য। এবার পাড়ি কাপ্তাইয়ের পথে। মাল্‌রো এখন হেলিকপ্টারে। তাঁর পেছনের আসনে আমি। একসময় রাষ্ট্রদূত মিলেকে চুপিচুপি বললাম : আমরা বোধহয় রাঙ্গুনীয়ার উপর দিয়ে অর্থাৎ আমার গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। মিলে মাল্‌রোকে বলে দিলেন কথাটা। ক্লান্তি উপেক্ষা করে তিনি পেছন ফিরে আমাদের গ্রাম, আমার পরিবার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন শুধোলেন। কাপ্তাই হেলিপ্যাডে নেমে আমরা তড়িঘড়ি এ. কে. খানের হাউজ-বোটে সওয়ার হলাম। আশ্চর্য! আমরা যখন আর্ট গ্যালারীর ভিতরে, তাঁরা তখন গাড়িতে রওনা দিয়ে এক ঘন্টার কম সময়ে এখানে এসে হাজির। হাউজ-বোটে উঠে টাই-কোট ছেড়ে সবাই ডেকে এসে বসলাম। মিলে বললেন :

'প্রফেসর, গুরুদেব এখন একান্তভাবে আপনার। সময়ের সদ্ব্যবহার করে নিন।'

জয়নুলের ছবি উপহার পেয়ে মাল্‌রো মন্তব্য করছেন। ছবিতে (পেছন ফিরে) জয়নুল আবেদীন ও অন্যান্যরা।

চা খেতে খেতে প্রায় ঘন্টাখানেক তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা দিকের ওপর জেরা চালিয়ে গেলাম। অনেক বিতর্কিত বিষয়ের হদিস পেলাম। এখানে সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এক সময়ে তিনি বললেন :

> 'ভুলে যাবেন না যে আমি একজন রোঁমতিক। অর্থাৎ সব কিছু নিছক বুদ্ধিবাদ বা 'ডগমা' দিয়ে বিচার করা চলে না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী সেজে শুধু বিবৃতি সই করার চাইতে মানবতার খাতিরে হাতিয়ার নিয়ে মাঠে নেমে পড়া আমার কাছে শ্রেয়। কিংবা মন্ত্রণালয়ের মসনদে বসে পরাধীন জাতির মুক্তিসনদে স্বাক্ষর দেওয়া আমি যথার্থ পুরুষোচিত বলে মনে করি।'

কাপ্তাই হ্রদে ভাসতে ভাসতে আমরা দুজন আলোচনায় এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে অন্য সবার অস্তিত্ব অবধি বিস্মৃত হয়েছিলাম। জানতাম না যে কেউ তা রেকর্ড করছিল। অকস্মাৎ চোখে মুখে ফ্লাশ লাইট পড়ায় মুভি ক্যামেরার শিকার হয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। হঠাৎ শ্লোগানের শব্দ শোনা গেল

কাছে থেকে তোলা একই ছবি : রশীদ চৌধুরী, কোরেশী ও মাল্‌রো। পেছনে আবদুল্লাহ ও দেবদাস চক্রবর্তী।

দূরে। সবাই একটু চমকে উঠল। কী উৎপাত আবার! নাঃ দু'তিন দিক থেকে কয়েকটি যাত্রীবাহী সাম্পান আসছে আর তাদের পূর্ণকণ্ঠ শ্লোগান :

ভিভ মাল্‌রো!

মাল্‌রো জিন্দাবাদ!

এক আনন্দঘন বিস্ময়!

মাল্‌রো সম্বর্ধনার শেষ পর্যায়ে মনে রাখার মতো ব্যবস্থা বটে।

কাপ্তাইয়ের কর্তারা বিশেষ করে পূর্বপরিচিত প্রোটোকল অফিসার (আমাদের এলাকা রাঙ্গুনীয়ার পোমরা গ্রামের অধিবাসী—দুঃখের বিষয় তাঁর নামটি এখন মনে পড়ছে না), প্রাণঢালা আথিথেয়তায় সবার মন জয় করলেন। মাল্‌রোর মনে নানা ভাবনা খেলছে তখন অথবা খুব ক্লান্ত হয়তো। একবার মাছের প্রসঙ্গ তুললেন। একবার আমার স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করলেন। নোট বইতে টুকে রাখলেন নামটা। একবার শুধোলেন :

> "শিশুশিল্পী নায়কের জন্য কী পাঠালে খুশি হবে? ইলেকট্রিক খেলনা অল্প দিনে খারাপ হয়ে যাবে না তো?"

নায়কের ছবি হাতে মাল্‌রো।

পরে মাল্‌রো প্যারিস থেকে আমাদের অবাক করে দিয়ে আমার স্ত্রী ও আমার নাম লিখে তাঁর *লে'স্‌পোয়ার* উপন্যাসের একটি বিশেষ মূল্যবান সংস্করণ আমার কাছে পাঠান। লে'স্‌পোয়ার মানে 'আশা'। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের বাড়ি তৈরি হলে তার নাম দিই *লে'স্‌পোয়ার*। অবশ্য আহসান হাবীবের একটি কবিতার বইয়ের নামও তাতে জুড়ে দিই–'আশায় বসতি'।

ক্ষুদে শিল্পী নায়ক। মহানায়কের কোলে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়নি, কাপ্তাইয়ে জাহাজের ডেকে কিছুক্ষণ আলোচনা ও ভিডিও চিত্র ধারণ শেষ হলে এক সময় মাল্‌রো উঠে গেলেন এবং সফি দ্য ভিল্‌মোরাঁকে নিয়ে পেছনের দিকে একান্তে দাঁড়িয়ে নিসর্গ শোভা উপভোগ করেন। সফি তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *এয়্‌মে অঁকর্‌* (আজো ভালবাসি) গ্রন্থে এই মুহূর্তগুলোকে মূর্ত করে তুলেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

খুব ভোরে উঠতে হবে। সবাই সকাল সকাল ঘুমুতে গেল। ভি.আই.পি রেস্ট হাউস আশ্চর্য নীরব। ঘুম এলো না কিছুতেই। চোখ বুজে যেন চলচ্চিত্র দেখতে থাকলাম গত কয়েকদিনের ধাবমান সব দৃশ্য। জেগে উঠে বা শুয়ে শুয়ে কিছু লিখবো সে শক্তিও তখন নেই। এক সময়ে সকাল হয়ে এলো। উঠে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। প্রায় নির্ঘুম কেটেছে রাতটা। ঠিক আটটায় হেলিকপ্টার রওনা দিলো। আর বিশ মিনিট আছি তাঁর সঙ্গে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাকা অবধি আমি যাবো না। চাটগাঁয় অনেক কাজ। বেশ ক'দিন তো এসব নিয়ে কেটে গেল। প্রেস কনফারেন্স ও অন্যান্য লৌকিকতা প্রোটোকল-চীফ আরশাদুজ্জামান চালিয়ে নেবেন। পতেঙ্গা পৌঁছে মাল্‌রো বিমান বদল করলেন। বিদায় নিতে গিয়ে মুখ দিয়ে কথা সরলনা। আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন :

'আর্‌ভোয়ার্‌ এ বন্‌ শাঁস্‌' (গুডবাই এ্যান্ড গুড লাক)।

তখন আড়াই ঘন্টা সময় তাঁর হাতে। ঢাকায় ব্যস্ত এই সময়ের মধ্যে অন্য সব কাজের অবকাশে তাঁর দোভাষীর জন্য একটি বই–*অরেজোঁ ফুনেব্‌র* উপহার পাঠানোর সময় হয়েছিলো এই মহৎপ্রাণ সাহিত্যিকের। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এল আরেকটি উপহার। প্যারিসে ফিরে তাঁর প্রিয় উপন্যাস *লেস্‌পোয়ার* যার কথা একটু আগে বলা হল। সাথে আসে এক অপ্রত্যাশিত পত্র। ইতিহাসের ধারা রক্ষার খাতিরে এর এক কাছাকাছি অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি :

ড. এম. এস. কোরেশী
ভাষা বিভাগ প্রধান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ

২, রু্য দেসতিয়েন দ'র্‌ভ,
৯১৩৭০ ভেরিয়ের-ল-বুইসোঁ
ফোন : ৯২০-২০-০৩,
৮ই মে, ১৯৭৩

প্রিয় প্রফেসর,

প্যারিসে ফিরে (সঙ্গে অসামান্য সৌজন্যের স্বাক্ষর বহনকারী আপনার বইটি) আপনাকে বলতে বাধ্য বোধ করছি যে, আমাদের সহযোগিতার বন্ধুত্বপূর্ণ স্মৃতি আমি লালন করে চলেছি। আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আপনার সহায়তা ব্যতিরেকে চট্টগ্রামের শ্রোতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যা হয়েছে তা কখনো হতে পারত না। আপনার অনুবাদ তার বুদ্ধিমত্তা, দ্রুততা এবং যথার্থতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক যোগাযোগ (কম্যুনিকেশন) স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, কখনো বা পেরেছে মর্মমূলে পৌঁছে যেতে (মাল্‌রো এখানে ব্যবহার করেছেন 'কম্যুনিয়োঁ' অর্থাৎ ইংরাজি 'ব্যাপট্যেম' শব্দটি)। এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আশা করা যাক

যে, এখন আমরা যেন ভালোভাবে শেষ করতে পারি সেসব কাজ, যা আমরা শুরু করেছি আপনাদের দেশের জন্যে–যে দেশ কিছুটা আমারও হয়ে পড়েছে। প্রিয় প্রফেসর, আমার অনাবিল স্মৃতিস্নিগ্ধ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

অঁদ্রে মাল্‌রো

এখানেই সম্পর্কের শেষ নয়। এর চার মাস পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয় প্যারিসে। কিন্তু সে অন্য কাহিনী। চট্টগ্রামে তিনি এসেছিলেন–এতে আমরা কৃতার্থ। তাঁর সফর সফল করার ব্যাপারে অনেকে জড়িত ছিলেন আমার সঙ্গে। অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখিত হলো। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের অবদান কম নয় আদৌ। তাঁরা এবং আমি তাই বিজিত নই শুধু–আন্তরিকভাবে, সাংস্কৃতিক সূত্রে আমরা বিজয়ীও বটে।

রচনা ০৫.০৯.৭৯
প্রথম প্রকাশ : *চট্টল শিখা*,
ঢাকা : চট্টগ্রাম সমিতি পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে
প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৯
সংশোধন ০৯.০৩.১৯৯৩
চূড়ান্ত করণ ২১.১১.২০০১

গ্রন্থকারের কাছে মাল্‌রোর পত্র ৮.৫.১৯৭৩

2, RUE D'ESTIENNE D'ORVES
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
TÉL. 930-20-03

le 8 Mai 1973

Dr. M.S. QURESHI
Head of the Dept. of Languages
University of Chittagong
CHITTAGONG
Bangladesh

Mon cher Professeur,

De retour à Paris (avec le livre que vous m'avez si aimablement dédicacé), je tiens à vous dire la mémoire amicale que je conserve de notre collaboration. Vous m'avez beaucoup aidé; et sans vous, ma relation avec nos auditeurs de Chittagong n'eût point été ce qu'elle fut. L'intelligence, la rapidité, le ton, de vos traductions, ont établi une communication, et quelquefois une communion, dont je vous suis reconnaissant. Espérons que nous pourrons maintenant mener à bien ce que nous avons entrepris pour votre pays, qui est devenu un peu le mien, et croyez, mon cher Professeur, à mon bien sympathique souvenir,

André Malraux

অঁদ্রে মালরোর ফরাশি পত্র।

জীবনপঞ্জী

১৯০১ ৩রা নভেম্বর অঁদ্রে মাল্‌রোর জন্ম। প্যারিসের উপকণ্ঠ বোঁদিতে শৈশব যাপন।

১৯০৫ পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৯০৯ দঁকের্কে পিতামহের অপঘাত মৃত্যু – 'ব্যাখ্যার অযোগ্য আত্মহত্যা'।

১৯১৪ পিতার যুদ্ধযাত্রা।

১৯১৯ শিল্প ও সাহিত্যচর্চা। সংস্কৃত অধ্যয়ন। প্যারিসে বইয়ের দোকানে চাকরি। ফ্রঁসোয়া মোরিয়াকের সাক্ষাত লাভ।

১৯২০ প্রবন্ধ প্রকাশ। শিল্পীমহলে আনাগোনা।

১৯২১ *কাগুজে চাঁদ* গ্রন্থ প্রকাশ। জর্মন ইহুদী পরিবারের মেয়ে ক্লারা গোল্ডস্‌মিথের পাণি গ্রহণ ২৮শে অক্টোবর। ভেনিস ও ফ্লোরেন্স ভ্রমণ।

১৯২২ পিকাসোর সাক্ষাত লাভ। প্রখ্যাত সাময়িকী *নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ*-এ এই প্রবন্ধ প্রকাশ। বিদেশ ভ্রমণ।

১৯২৩ একটি বইয়ের ভূমিকা প্রদান। অক্টোবরে সস্ত্রীক ইন্দোচীন যাত্রা। জঙ্গলে অবস্থিত ভগ্ন মন্দির থেকে ভাঙ্গা মূর্তি উদ্ধার। মূর্তি পাচারের দায়ে গ্রেফতার।

১৯২৪ প্লোম-পেনে বিচার। ফ্রান্সে মাল্‌রোর পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন। ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৫ ইন্দোচীনে পুনরাগমন। বিবিধ আন্দোলন ও পত্রিকা প্রকাশনায় নিয়োজিত। হংকং-ক্যান্টন ভ্রমণ। অসুস্থ।

১৯২৬ প্যারিস প্রত্যাবর্তন। প্রকাশনা সংস্থা গালিমার-এর সঙ্গে সংযুক্ত। *পাশ্চাত্যের প্রলোভন* প্রকাশ (আরশাদুজ্জামান কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ : ইউপিএল)

১৯২৮ *বিজয়ী*, *ছিন্নমস্তা সাম্রাজ্য* প্রকাশ।

১৯২৯ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরান ভ্রমণ। ইসফাহান তাঁকে মুগ্ধ করে।

১৯৩০ *রাজকীয় সড়ক* প্রকাশিত। আফগানিস্তান, ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ। পিতার আত্মহত্যা। পোল্‌ ভালেরীর সাক্ষাত লাভ।

১৯৩১ গথিকো-বৌদ্ধ, গ্রেকো-বৌদ্ধ, হিন্দু-হেলোনিস্ট শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন। ট্রটস্কির সঙ্গে *বিজয়ী* প্রসঙ্গে বিতর্ক। চীন ভ্রমণ।

১৯৩২ প্রাচ্য শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন। *লেডী চাটার্লি'জ লাভার*-এর ফরাশি অনুবাদের ভূমিকা প্রদান। প্যারিসে ক্লোদেল এবং কোলনে হাইডেগার-এর সাক্ষাত লাভ।

১৯৩৩ ফোকনার-এর *স্যাংচুয়ারীর* ভূমিকা। 'মানব পরিস্থিতি' (*সাংহাইয়ে ঝড়*)-এর প্রকাশ। (অশোক গুহ অনূদিত, মাহমুদ শাহ কোরেশীর ভূমিকা সম্বলিত ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রসেজ থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৬) বিরাট সাফল্য : গোঁকুর পুরস্কার। কন্যা ফ্লোরঁস-এর জন্ম। বিমানে ইয়েমেন এলাকার সম্রাজ্ঞী সাবার সাম্রাজ্য অনুসন্ধান। পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ।

১৯৩৪ ট্রটস্কির সাক্ষাত লাভ। হিটলারী বর্বরতার বিরুদ্ধে গঠিত থেলমান কমিটি এবং দিমিত্রভের মুক্তির জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক কমিটির সভাপতি। অঁদ্রে জীদের সঙ্গে বার্লিন গমন এবং গোয়েবল্সের হাতে প্রতিবাদলিপি প্রদান। যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম প্রতিরোধী আন্তর্জাতিক সমিতির সভাপতি। মস্কোয় সোভিয়েত লেখকদের প্রথম সম্মেলনে যোগদান। মেয়েরহোল্ড ও আইজেনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয়। এঁরা তাঁর 'মানব পরিস্থিতি' চলচ্চিত্রায়নের পরিকল্পনা করছিলেন। স্তালিনের জন্য তা সম্ভব হলো না। মস্কোয় বরিস পাস্তারনাক, ক্রিমিয়ায় গোর্কির সঙ্গে সাক্ষাত এবং গোর্কির বাড়িতে স্তালিনের সাক্ষাত লাভ। প্যারিসে লরেন্স অব এরাবিয়ার সঙ্গে আলাপ। দু'বছর ধরে ফরাশি দার্শনিক আল্যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ।

১৯৩৫ *ল তঁ দ্যু মেপ্রি* প্রকাশিত। সংস্কৃতির স্বপক্ষে লেখকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান ও নেতৃত্বদান।

১৯৩৬ জুন : লন্ডনে একই সম্মেলনে বক্তৃতা। জুলাই : স্পেনে গৃহযুদ্ধ। মালরো কর্তৃক 'হিসপানী স্কোয়াড্রন' গঠন ও নেতৃত্ব দান। ৬৫ বার বিমান আক্রমণে অংশগ্রহণ। দু'বার আহত। হিসপানী রিপাবলিকের 'কর্নেল' উপাধি লাভ। স্পেনেই প্রথমবারের মতো জওহরলাল নেহেরুর সাক্ষাত লাভ। আলজিয়ার্সে আলবের কাম্যু কর্তৃক মালরোর *ল তঁ দ্যু মেপ্রির* নাট্যায়ন।

১৯৩৭ মাদ্রিদ ও ভালেনসিয়াতে আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে বক্তৃতাদান। স্পেনের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ভ্রমণ। হেমিংওয়ের সঙ্গে পরিচয়। প্রিন্সটনে আলবার্ট-আইনস্টাইনের অতিথি। *লেসপোয়ার* (আশা) উপন্যাস প্রকাশ। ড. গুরুপদ চক্রবর্তীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিতব্য।

১৯৩৮ *লেসপোয়ার* ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিসপানী মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক *সিয়েররা দে তেরুয়েল* ছবি পরিচালনা।

১৯৩৯ নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও এপ্রিলে ছবি নির্মাণ সমাপ্ত। সাহিত্য, শিল্পকলা ও সিনেমা বিষয়ে নানা রচনা প্রকাশ। জর্মন-সোভিয়েত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সংশ্রব ত্যাগ। ফরাশি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়ে ট্যাংক বাহিনীতে যোগদান।

১৯৪০ জুনে যুদ্ধাহত হয়ে বন্দী। ৫ মাস পর পলায়ন ও মুক্ত এলাকায় আগমন।

১৯৪১ *লে নোয়াইয়ে দ্য লা'লতেন বুর্গ* (উপন্যাস) লিখছেন মালরো। তাঁর রকব্রুন নিবাসে অঁদ্রে জিদ্, জঁ-পোল্ সার্ত্র প্রমুখের আগমন।

১৯৪২ মাল্রোর অনুরোধে গালিমার সংস্থা কর্তৃক কাম্যুর 'অচেনা' প্রকাশ।

১৯৪৩ গোপনে প্রেরিত *লে নোয়াইয়ে দ্য লা'লতেন বুর্গ*-এর প্রথম খণ্ড সুইজারল্যান্ডে *লা ল্যুৎ আভেক লঁজ* (স্বর্গদূতের সঙ্গে সংগ্রাম) নামে প্রকাশিত।

১৯৪৪ ২২শে জুলাই ঘটনাচক্রে জর্মনদের মুখোমুখি। গুলিতে আহত। গ্রেফতার হলেন কিন্তু পালিয়ে যেতে পারলেন। যুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে, বিজয় আসন্ন। মাল্রো হারালেন মুক্তিযোদ্ধা দুই সৎ ভাই এবং তাঁর দুই সন্তানের মাতা জোজেৎকে। স্ত্রাত্রবুর্গের যুদ্ধে অসম সাহসিক প্রতিরোধ।

১৯৪৫ এপ্রিলে মাল্রো জেনারেল দ্য লাৎর দ্য তাসিনির হাত থেকে সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান 'লেজিঁও দ্যনর' পেলেন। জেনারেল দ্য গোলের সঙ্গে সাক্ষাত। তথ্যমন্ত্রী। নভেম্বর।

১৯৪৬ জানুয়ারি ২০ : মন্ত্রীত্ব ত্যাগ। এপ্রিলে গঠিত দ্য গোলের রাজনৈতিক দলের প্রচার সচিব। *চলচ্চিত্রের মনস্তত্ত্ব* শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ।

১৯৪৭ শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা ও লেখালেখির শুরু।

১৯৪৮ মার্চ ১৩ : যুদ্ধে নিহত সৎ ভাইয়ের স্ত্রী মাদ্লেনের পাণি গ্রহণ। ইউনেস্কো বক্তৃতা : 'মানুষ এবং শৈল্পিক সংস্কৃতি' এবং 'বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান' (এটি এখন তাঁর 'বিজয়ী' উপন্যাসের উপসংহার রূপে ব্যবহৃত)। 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি' নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন অবদান।

১৯৪৭-১৯৪৯ জেনেভা থেকে তিন খণ্ডে মালরোর *শিল্পের মনস্তত্ত্ব* প্রকাশিত।

১৯৫০ শিল্পী গইয়া সম্পর্কে গ্রন্থ *সাতুন* প্রকাশিত।

১৯৫১ প্যারিসের গালিমার প্রকাশনালয় থেকে *নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর* গ্রন্থে *শিল্পের মনস্তত্ত্ব* নতুন ভাবে উপস্থাপিত। তাছাড়া, তাঁর ভূমিকা সহ *লেওনার্দো দা ভিঞ্চির* শিল্প সমগ্র, *ভেরমের* সমগ্র এবং *বিশ্ব ভাস্কর্যের* কল্পিত জাদুঘর প্রভৃতি শিল্প এলবাম প্রকাশিত (১৯৫২-৫৪)

১৯৫২ গ্রীস, মিশর, ইরান ও ভারত ভ্রমণ।

১৯৫৩ ন্যুইয়র্ক সফর। শিল্পকলা সম্পর্কিত গ্রন্থ 'দেবতাদের রূপান্তর' প্রকাশিত।

১৯৫৪ ন্যুইয়র্কের মেট্রোপলিটান ম্যুজিয়মে বক্তৃতা দান।

১৯৫৮ একটি ফরাশি গ্রন্থের প্রচার বন্ধ হলে মোরিয়াক, সার্ত্র প্রমুখের সঙ্গে মানবাধিকারের স্বপক্ষে বিবৃতিতে সাক্ষাত দান, ভেনিস সফর। নতুন শাসনতন্ত্র : জেনারেল দ্য গোল্ প্রথমে প্রধানমন্ত্রী, পরে রাষ্ট্রপতি। মাল্রো প্রথমে তথ্যমন্ত্রী, পরে সংস্কৃতি মন্ত্রী। দ্য গোলের প্রতিনিধিরূপে জাপান ও ভারত ভ্রমণ।

১৯৫৯ ফ্রান্সের উপনিবেশ পরিত্যাগের কার্যক্রম গ্রহণ। তিউনিসিয়া, কঙ্গো, শাদ, আলজেরিয়া, কেয়ইয়েন, গ্রীস, ইরান, ভারত, জাপান, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, পেরু ভ্রমণ। প্যারিসে ইরান, ভারত ও জাপানের শিল্প ঐতিহ্যের তিনটি খুব বড় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৯৬০ মেক্সিকো ভ্রমণ। ফ্রান্সের এক-একটি মহকুমায় এক-একটি 'সংস্কৃতি সদন' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ। তবে উপযুক্ত অর্থের অভাব। প্যারিসে 'ভারতীয় শিল্পের রত্নাবলী' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন ও মাল্‌রো কর্তৃক ক্যাটালগের ভূমিকা রচনা। টোকিওতে ফ্রান্স-জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন।

১৯৬১ প্যারিসে দালান পরিষ্কার অভিযান। কয়েকটি মূল্যবান ভূমিকা রচনা ও ভাষণ। প্রকাশনা গালিমার সহ আল্‌বের কাম্যু-র সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। ২৩শে মে তাঁর দুই ছেলের একসঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। আলজেরিয়ার ফরাশি জেনারেলদের বিদ্রোহ। মাল্‌রো বিক্ষুব্ধ।

১৯৬২ বাড়িতে বোমার ফলে প্রতিবেশীর কন্যা অন্ধ। ওয়াশিংটনে, ন্যুইয়র্কে ভাষণ। প্যারিসে নেহেরুকে আপ্যায়ন।

১৯৬৩ ওয়াশিংটনে 'মনালিজা' প্রদর্শনী উপলক্ষে বক্তৃতা। লুভ্‌র প্রাঙ্গণে শিল্পী ব্রাক-এর মৃত্যু উপলক্ষে জাতীয় শোক সভায় ভাষণ। ফিনল্যান্ড, জাপান ও কানাডায় বক্তৃতা। প্রাগৈতিহাসিক গুহা শিল্পকেন্দ্র লাস্‌কো রক্ষাকল্পে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।

১৯৬৪ জেনারেল দ্য গোলের উপস্থিতিতে বুর্‌জে সংস্কৃতি সদনের দারোদ্ঘাটন উপলক্ষে ভাষণ। জাপানে ভেন্যুস্ দ্য মিলো প্রেরণ। শাগাল্ কর্তৃক প্যারিস অপেরার ছাদ অলংকরণের উদ্বোধন। রুয়াঁ-তে জোয়ান অব আর্ক উৎসবে ভাষণ দান। স্যাঁ পোল দ্য ভঁস-এ ফোঁদাসিয়োঁ ম্যাগ্‌ৎ (যাদুঘর) উদ্বোধন। লুভ্‌র সম্মুখস্থ বাগানে মাইয়লের ভাস্কর্যসমূহ স্থাপনের ব্যবস্থা।

১৯৬৫ অসুস্থ। চিকিৎসকদের অবকাশ গ্রহণের পরামর্শ। দীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণ। *অঁতিমেমোয়ার* (স্মৃতিকথা) রচনা শুরু। চীনে গমন। চেন য়ি, চু-এন লাই এর সঙ্গে সাক্ষাত। ৩রা আগস্ট মাও ঝে দঙের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। ভারত ভ্রমণ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান।

১৯৬৫ এডেন আগমন। প্যারিসে ফিরে ল কর্‌বুজিয়ে-র মৃত্যু উপলক্ষে জাতীয় শোক সভায় ভাষণ দান। তাঁর *নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর* গ্রন্থের চূড়ান্ত সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৬৬ আমিয়ঁ-তে সংস্কৃতি সদনের দারোদ্ঘাটন উপলক্ষে ভাষণ। আরাগোঁকে সাক্ষাত দান। সেনেগালে সঁঘর-এর সঙ্গে নিগ্রো শিল্পের প্রথম বিশ্ব উৎসবের উদ্বোধন। প্যারিসে পিকাসোর পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর আয়োজন।

১৯৬৭ *অঁতিমেমোয়ার* প্রকাশিত। বিরাট সাফল্য। প্যারিসে মিশরীয় মমি তুতানখামন প্রদর্শনী। ইংল্যান্ড সফর। অক্সফোর্ডে কয়েকটি বক্তৃতা। সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ। সাম্প্রতিক শিল্পকলার জাতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। প্যারিস অর্কেস্ট্রার প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৮ গ্রনোবলে সংস্কৃতি সদন প্রতিষ্ঠা। 'গথিক ইউরোপ' প্রদর্শনী উপলক্ষে লুভ্‌রে ভাষণ। মে '৬৮ ছাত্র বিদ্রোহ। রাশিয়া ভ্রমণ।

১৯৬৯ ফেরনঁ লেজে যাদুঘর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা। ফিনল্যান্ড থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ। ফরাশি শিল্প সামগ্রীর জাতীয় জরিপ শুরু। ২৭ এপ্রিল জেনারেল দ্য গোলের পদত্যাগ। মাল্‌রোর পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন এবং জুনে অব্যাহতি গ্রহণ। পুরনো বান্ধবী লুইজ দ্য ভিল্‌মোর্যাঁর আমন্ত্রণে তাঁদের ভেরিয়ের-ল-বুইস্‌সোঁ-র প্রাসাদে আমৃত্যু অবস্থান। রেজিদব্রের মুক্তির জন্য সার্ত্র, মোরিয়াকের সাথে বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান। নভেম্বর '৯১ দ্য গোলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাত। ডিসেম্বর ২৬ লুইজের মৃত্যু।

১৯৭০ তাঁর 'কৃষ্ণ ত্রিভূজ' গ্রন্থের প্রকাশ। নভেম্বর ৯ দ্য গোলের মৃত্যু। শেষকৃত্যে মাল্‌রোর যোগদান। 'লুইজ দ্য ভিল্‌মোর্যাঁর কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা রচনা।

১৯৭১ দ্য গোলের ওপর লেখা *লে শেন ক'ন আবা* এবং অন্যান্য শোক ভাষণ সংগ্রহ *অরেজোঁ ফ্যুনেব্‌র* প্রকাশিত। বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাতারে শামিল হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বিবৃতি দান। প্যারিসে এ ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত। জেনারেল দ্য গোলের ইচ্ছানুসারে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ। দু'টি গ্রন্থের ভূমিকা লেখা।

১৯৭২ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন সফর। প্রেস কনফারেন্স। মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ। শাগালের সিরামিক ও ভাস্কর্যের ওপর গ্রন্থের ভূমিকা। *অঁতিমেমোয়ার*-এ জাপান সম্পর্কে এবং 'মৃত্যু দূরে নয়' শীর্ষক অতিরিক্ত দুটি অধ্যায়ের সংযোজন। নভেম্বরে ভীষণ অসুস্থ।

১৯৭৩ তাঁর ওপর বেশ কিছু গ্রন্থ এবং তাঁর নিজের লেখা কয়েকটি ভূমিকা প্রকাশ। 'রাজা, ব্যাবিলনে আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি' শীর্ষক সালভাদর দালি চিত্রিত বড় আকারের একটি দামী গ্রন্থের প্রকাশ। ভারত আগমন। বাংলাদেশ ভ্রমণ; ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও কাপ্তাই গমন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট লাভ। নেপাল সফর। দক্ষিণ ফ্রান্সে ফোঁদাসিয়োঁ ম্যাগ্‌তে মাল্‌রো কর্তৃক 'অঁদ্রে মাল্‌রো ও কল্পিত যাদুঘর' এবং শাগালের 'বাইবেলী বাণী' শীর্ষক দু'টি শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

জঁ কে নামক যে ফরাশি যুবক বাংলাদেশে ঔষধ সরবরাহের দাবীতে বিমান হাইজ্যাক করেছিলেন তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য আদালতে উপস্থিতি। *দৃষ্টির রূপান্তর* শীর্ষক শিল্প সম্পর্কিত চলচ্চিত্র নির্মাণ। শিল্প সম্পর্কিত চলচ্চিত্ররূপে প্রথম পুরস্কার লাভ।

১৯৭৪ শিল্প সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ : *লা তেৎ দব্‌সিদিয়েন* (পিকাসো প্রসঙ্গ), *লাজার* এবং *লিরিয়েল*। জাপান যাত্রা। সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ - অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ক আলোচনা। কয়েকটি ভাষণ। দিল্লীতে নেহেরু পুরস্কার গ্রহণ। 'সভ্যতার বাঁচামরার সমস্যা' অধ্যয়নের জন্য তাঁর পুরস্কারের অর্থ প্রদান।

১৯৭৫ কয়েকটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান, ভূমিকা লেখা। হাইতি ভ্রমণ : 'নাঈফ' চিত্রকলা দর্শন ও অধ্যয়ন।

১৯৭৬ কয়েকটি গ্রন্থের পরিবর্তিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ। মে ১২ : লিবার্টি কমিশনে ভাষণ। এশীয় চিত্রকলা সম্পর্কে মূল্যবান নতুন বক্তব্য সমৃদ্ধ *ল্যাঁতঁপরেল* প্রকাশিত।

মেক্সিকো সরকার প্রদত্ত আলফোন্‌সো বেয়রেস পুরস্কার গ্রহণ। সেপ্টেম্বর ১৫ থেকে অসুস্থ। ক্রেতেই হাসপাতালে গমন। ২৩শে নভেম্বর মৃত্যু। কন্যা ফ্লোরঁস ও শেষ পাঁচ বছরের সঙ্গিনী সফি দ্য ভিলমোঁরা ছিলেন শয্যাপার্শ্বে। ২৭শে নভেম্বর লুভ্‌র প্রাঙ্গণে জাতীয় শোকসভা।

গালিমার্‌ থেকে তাঁর চারটি গ্রন্থ নতুন ও বর্ধিত সংস্করণে প্রকাশিত।

১৯৭৭ শাগাল্‌ বিচিত্রিত *লেসপোয়ার* উপন্যাসের একটি অপ্রকাশিত অধ্যায় ছাপা হলো। সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৮৬ মাল্‌রো মৃত্যুর দশম বার্ষিকী। দেশে-বিদেশে ইতোমধ্যে বহু গ্রন্থ ও সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত। বাংলায় তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বেরুলো এই প্রথম গ্রন্থ।

১৯৯৬ মাল্‌রোর মৃত্যুর বিশ বছর পূর্তিতে বছরটি মালরো বর্ষ রূপে ঘোষিত। তাঁর দেহাবশেষ ভেরিয়ের থেকে এনে প্রেসিডেন্ট জাক্‌ শিরাক কর্তৃক পঁথেওঁতে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ফ্রান্সে এজন্য বহু অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন। এতে যোগদান করতে গিয়ে বর্তমান লেখকের সঙ্গে মাদ্‌লেন মাল্‌রো, ফ্লোরঁস্‌ মাল্‌রো, আলঁ্যা মাল্‌রো, সফি দ্য ভিলমোঁরা, জানিন মাসুজ শার্বঁ দেলমাস, জঁ দরমেসোঁ, রেজি দব্রে, ইয়র্গ সঁপ্রাঁ, ফরাশি প্রেসিডেন্ট প্রমুখের সাক্ষাৎ লাভ।

২০০০ সফি দ্য ভিলমোঁরার স্মৃতিকথা *এয়্‌মে অঁকর* ('আজো ভালেবাসি' আদ্যোপান্ত মালরো প্রসঙ্গ) প্রকাশিত।

Bibliographie

Works of Andre Malraux

Romans : *Les Conquérants, La Condition, L'Espoir,* Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1947, rééd, 1953.

Scènes choisies, Paris, Gallimard, 1948.

Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, vol. 1 : *La Statuaire,* vol. 2 : *Des basreliefs aux grottes sacrées,* vol. 3 : *Le Monde chrétien,* Paris, Gallimard, 1 : 1952, 2 : 1954, 3 : 1955.

La Voie royale, Paris, LGF, «Le livre de poche», 1954.

La Voie royale, Paris, Gallimard, 1968.

Les Chênes qu'on abat, Paris, Gallimard, 1970.

Lunes en papier, Les Conquérants, la Tentation de l'Occident, Paris, Gallimard, 1970.

Oraisons funèbres, Paris, Gallimard, 1971.

Oraisons funèbres, avec illustrations de Eduardo Arroyo, Paris, M. Trinckvel.

Antimémoires, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1972.

La Condition humaine, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1972.

L'Espoir, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1972.

La Tentation de l'Occident, Paris, LGF, «Le Livre de poche», 1972.

L'Irréel, vol. 2 de *La Métamorphose des dieux,* Paris, Gallimard, 1974.

La Tête d'obsidienne, Paris, Gallimard, 1974

Lazare, Paris, Gallimard, 1974.

Les Hôtes de passage, Paris, Gallimard, 1975.

La Corde et les Souris, réunissant *Lazare, La Tête d'obsidienne,* Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1976.

L'Intemporel, vol. 3 de *La Métamorphose des dieux,* Paris, Gallimard, 1976.

Le Miroir des limbes, comprenant *Antimémoires, Les Chênes qu'on abat, Oraisons funèbres, Lazare, La Tête d'obsidienne, Hôtes de passage,* Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1976.

Le Surnaturel, vol. 1 de *La Métamorphose des dieux,* réédition augmentée du volume paru en 1957 et qui devait s'intituler *L'Inaccessible,* Paris, Gallimard, 1977.

L'Homme précaire et la Littérature, Paris, Gallimard, 1977.

Saturne, Le Destin, L'Art et Goya, Paris, Gallimard, 1978.

Six Entretiens avec André Malraux sur des écrivains de son temps : 1959-1975, éd. Frédéric-Grover, Paris, Gallimard, 1978.

Des bas-reliefs aux grottes sacrées, nouvelle édition, Paris, Gallimard, «Galerie de la Pléiade», 1982.

La Tentation de l'Occident, Paris, Grassrt, 1984.

La Condition humaine, Paris, Gallimard, coll. «Blanche», 1986.

Messages, Signes et Diables : 380 dessins inedits, 1946-1965, Paris, Denoel, 1986.

L'Espoir, Paris, Gallimard, coll. «Blanche», 1987.

Œuvres complètes, 3 vol.; vol. 1 : *Lunes en papier, La Tentation de l'Occident, Les Conquérants, Royaume farfelu, La Voie royale, La Condition humaine, Le Temps*

du mépris, etc., nouvelle édition sous la direction de Pierre Brunel; vol. 2 : *L'Espoir, Les Noyers de l'Altenburg, Le Démon de l'absolu*, édition de Marius-François Guyard, Maurice Larès, et François Trécourt; vol. 3 : *Le Miroir des limbes (Antimémoires, La Corde et les Souris, Oraisons funèbres, Le Règne du Malin)*; 1 : 1989, 2 : 1989, 3 : 1996.

Vie de Napoléon par lui-même, préface de Jean Grosjean, Paris, Gallimard, 1991.

Les Conquérants, édition et préface de Michel Autrand, Paris, LGF, «Le livre de poche», 1992.

La Reine de Saba : une aventure géographique, Paris, Gallimard, «Cahiers de la NRF», 1993.

L'Espoir, édition de G. Soubigou, Paris, Gallimard, coll. «Folio plus», 1996.

Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, coll. «Folio essais», 1996.

La Politique, la Culture. Discours, articles, entretiens (1925-1975), Paris, Gallimard, coll. «Folio essais», 1996.

Books on Malraux : A Shorter Check-list

Blend Ch D : *André Malraux : Tragic Humanist;*
Ohio Univ. Press, Columbus, 1963

Blumenthal, G. : *Malraux : The Conquest of Dread;*
John Hopkins Press, Baltimore, 1960

Boisdeffre, P. de : *André Malraux*, Edn. Universitaire, Paris, 1960

Chua Cheng Lok : *The Development of André Malraux's Fiction* ....
Ph.D. Diss. University of Connecticut, 1967

Courcel, M de : *Malraux : être et dire*, Plan, Paris, 1976

Delhomme, J : *Temps ed destin;* Gallimard, Paris, 1955

Dernorsek, C. : *L'evolution du héros intellectuel dans trois romans par André Malraux*
Ph.D. thesis; University of Michigan, 1971

De Vilmorin S : *Aimer Encore;* Gallimard, Paris, 1999

Ehrenburg, Ilya : *Memoirs 1921-1941*;
World Publishing, Cleveland, 1963

Eisenstein, S. : *Immoral Memoirs : An Autobiography*
Houghton Miflin, Boston, 1983

Friang, Brgitte : *Un autre Malraux*, Plon, Paris, 1977

Frohock, W. M. : *André Malraux and Tragic Imagination*,
Stamford University Press, 1952
Columbia University Press, New York, 1974

Gannon, Ed. : *The Honor of Being a Man :* The World of André Malraux;
Loyola University Press, Chicago, 1957

Goldberger, A : *Visions of a New Hero - The Heroic life according to André Malraux and earlier advocates of human grandeur;* Lettres Modernes, Paris, 1965

Greenlee, J. W. : *Malraux's Heroes and History*
Northern Illinois University Press, De Kalb, 1975

Greshoff C.J. : *An Introduction to the Novels of André Malraux, Balkema*,
Cape Town, Rotterdam, 1976

Hewitt, J.R. : *André Malraux*, Ungar, New York, 1978

Hoffmann, J. : *L'Humanisme de Malraux*
Klincksieck, Paris, 1963

Horvath, V. M. : *André Malraux : The Human Adventure*, New York University Press, N.Y., 1975

Jenkins, C. : *André Malraux*
Twayne Publisher Inc., N.Y., 1972

Juilland, I. : *Dictionnaire des idées dans l'oeuvre d'André Malraux*,
Mouton, The Hague-Paris, 1968

Kline, T. S. : *André Malraux and the Metamorphosis of Death*
Columbia University Press, N.Y., 1973

Lacouture J : *Malraux : une vie dans le siécle*, Paris, 1976

Langlois, W. : *Via Malraux ;* Malraux Society, Wolfville, Canada, 1986

Langlois ed Goldberger : *International Conference on the life and work of André Malraux*, Hofstra University, N.Y., 1978

Lemaire, L. : *André Malraux : Antibiography*, J.K. Latter, Paris, 1995

Levy K.D. *André Malraux and the Farfelu* : *Quest for Transcendence*,
Ph.D. Disst, 1974, University of Kentercky

Lewis, RWB : *Malraux : A Collection of Critical Essays,*
Prentice-Hall, Englewoods, Cliffs, 1964
Lyotard, J.F. : *Signé Malraux,* Paris, Grasset, 1996
Madsen, A : *André Malraux : A Biography;* William Morrow, N.Y., 1976
Malraux, Clara : *Le Bruit de nos pas; Nos vingt ans,* Grasset, Paris
Marion D : Andre Malraux; Seghers; coll. Cinema d'aujourd' hui, Paris, 1970
Michalczyr J. : *André Malraux's Espoir : A Critical and Historical Analysis of the film;*
Harvard University, Ph.D. Disst, 1972
Andre Malraux's 'Espoir' : The Propaganda/Art film and the Spanish Civil War
University of Mississipi, Tauksu, 1977
Morot-Sir E. : *André Malraux : Metamorphosis and Imagination, Literary Forum, New York, 1979*
Morrisey. W. : *Reflexions on Malraux : Cultural Founding & Modernity*
University Press of America, N.Y., 1984
Mossuz Jamine
André Malraux et le Gaulisme : Armand Colin, Paris, 1970
Malraux A : *Les Marroniers de Boulogne,* Bartillat, Paris, 1996
Payne, R. *André Malraux;* Buchet-Chastel, Paris, 1973
Picon, G : *André Malraux par lui-même;* Le Seuil, Paris, 1953
Quintana JTD : *The Development of Malraux's Ideas on Art;*
University of Wisconsin, Ph.D. Diss., 1970
Righter W. : *The Rhetorical Hero : An Essay on the Aesthesis of André Malraux*
Chilmark, Press, N.Y., 1964
Saint-Cherron, F de : *Malraux,* Paris, 1996
Tarica R. : *Imagery in the Novels of André Malraux, Fairleigh*
Dickinson University Press, Rutherford, 1980
Thomson B : *Vision and Blindness in the Novels of André Malraux,*
Harvard University Press, Cambridge, 1970
Takemoto. T. : *André Malraux et la Caşcade de Nachi : La Confidence de I'univers,*
conferences ... de College de France-Julliard, Paris, 1989
Wilkinson, D : *Malraux : An Essay in Political Criticism,*
Harvard University Press, Cambridge, 1967

Articles & books by Mahmud Shah Qureshi

"André Malraux O Bangladesh", *Daily Bangla,* April 22, 1973.
"André Malraux : Sangram O Sahitya", *Daily Jonopad* & *Rupom,* 1973 & 1976.
"Chottograme Andre Malraux", *Chottol Shikha,* Dhaka, 1979 (a paraitre comme une plaquette).
André Malraux : Shotabdir Kimbodonti, Alliance Française de Dacca, 1986, 110 pp.
"1996-Malraux Borsho", *Daily Janakantha,* November 29, 1996.
"André Malraux O Bangladesher Muktijuddho", *Daily Ittefaq,* Special No., December 15, 1996.
"André Malraux et la Guerre de liberation au Bangladesh", Communication Présentée a la Sorbonne, Paris, le 27 Nov, 1996.
André Malraux : Jibon-i jär shera kirti; 2e ed. augmentée et corrigrée *d' A. M. : la légende du siréle,* Gono Prokashoni, Savar, 2001.

Names of numerous issues of journals containing important articles & special numbers on Malraux are not included in this list .